ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ফের মা হওয়ার খবর ছড়াতেই আনুশকাকে নিয়ে নতুন গুঞ্জন

পৃঃ ৫

ভারত-পাকিস্তান মহারণ নিয়ে রোমাঞ্চিত কামিন্সও

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৭৮ ● কলকাতা ● ২১ আশ্বিন, ১৪৩০ ● সোমবার ● ০৯ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

অভিষেকের ধর্নামঞ্চ ১৪৪ ধারা ভেঙে কেন?

প্রশ্ন তুলে নবান্নকে চাপ রাজভবনের

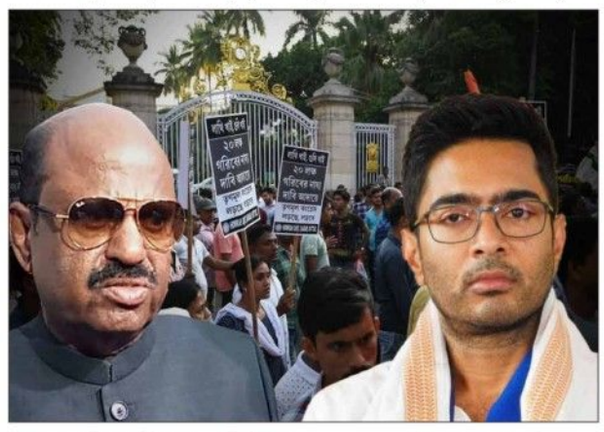

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজভবনের গেটের বাইরে ১৪৪ ধারা কার্যকর থাকলেও তৃণমূল কী ভাবে মঞ্চ বেঁধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্নায় বসার পর থেকেই এমন প্রশ্ন তুলতে শুরু করে বিজেপি। দ্বিতীয় দিনেই এক্স হ্যান্ডলে এ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যেই বিজেপির পক্ষে এ নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এই রাজ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য যে সব বেআইনি কাজই আইন তা বুঝিয়ে দিয়েছে পুলিশের ভূমিকা। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারতীয় সংবিধানের কাছে তিনি নেংটি ইঁদুর ছাড়া কিছুই নন।" অন্য দিকে, তৃণমূলও পাল্টা আক্রমণ করেছে বিজেপিকে। দলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, "তৃণমূল মানুষকে নিয়ে আসনি, মানুষ তৃণমূলকে নিয়ে এসেছে। নবান্ন অভিযানের নামে মুঙ্গের থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে পুলিশের উপরে যাঁরা আক্রমণ করে, পুলিশের গাড়ি

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী হতে চান কৈলাস,

শিবের ভরসা নারীশক্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন, তা ঘিরে দ্বৈরথের আভাস দলের মধ্যে। লড়াইয়ে রয়েছেন সাত জন সাংসদ, কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান। কিন্তু কারও নাম স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা না হওয়ায়, তাতে খোলাখুলি ভাবে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিদার কৈলাস ও শিবরাজ।

আগামী সপ্তাহে ভোটের দিন ঘোষণা হলে, নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়ে যাবে। তাই নির্দিষ্ট দিনের অন্তত ছয় দিন আগেই 'লাডলি বহেন যোজনা'র টাকা উপভোক্তা মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিয়েছেন শিবরাজ। এ সব কাজকে সামনে রেখেই শিবরাজ শিবির 'মহিলা স্বশক্তিকরণ কা আওয়াজ হু, ম্যয় শিবরাজ হু'-বলে আলাদা করে প্রচারে নেমেছে। যা আসলে রাজ্যে মেয়েদের কাছে শিবরাজের নিজস্ব 'ব্র্যান্ড' তৈরি করা। যে কাজে গত দু'দশক ধরে অনেকটাই সফল শিবরাজ। তাই শিবরাজকে 'মুখ' না করা হলে, তিনি যদি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, সে ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে মহিলা ভোটারদের মধ্যে। তা হলে লোকসভার আগে মধ্যপ্রদেশে সরকার ধরে রাখা যে কঠিন হতে পারে, তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। প্রথমে কৈলাস জানিয়েছিলেন তিনি বিধানসভা নির্বাচন লড়তে চান না। কিন্তু নাম ঘোষণার দু'সপ্তাহের মাথায় বিজেপি নেতা তিনি জানাচ্ছেন, শুধু বিধায়ক হওয়ার জন্য নয়, আরও বড় কিছু প্রাপ্তির আশাতেই তিনি নির্বাচনী যুদ্ধে নামছেন। খোদ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁকে সেই ভরসা দিয়েছেন। কী সেই আশ্বাস তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু না বললেও, কৈলাস-ঘনিষ্ঠ শিবির বলছে, ইন্দোরের প্রাক্তন মেয়র এ যাত্রায় যখন

এরপর ৩ পাতায়

হামাসের হাতে বন্দি ১৭ নেপালি,

ইজরায়েলে কেমন আছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইজরায়েলের সঙ্গে হামাসের লড়াইয়ের আবহে বিপাকে পড়েছেন সেদেশে থাকা বিদেশি পড়ুয়ারা। জানা গিয়েছে, হামাসের হামলায় এখনও পর্যন্ত ৭ জন নেপালি পড়ুয়া আহত হয়েছেন সেদেশে। এদিকে ১৭ জন নেপালি নাগরিক হামাস জঙ্গিদের হাতে বন্দি হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। এরই মাঝে ভারতীয় পড়ুয়ারাও আতঙ্কে রয়েছেন ইজরায়েলে। প্রসঙ্গত, ইজরায়ের-প্যালেস্তাইন সংঘাত বহু দশকের। ইজরায়েল গঠনের পর থেকেই অস্তিত্ব হারিয়েছে প্যালেস্তাইন। তারই মধ্যে পশ্চিমে গাজা ভূখণ্ডে 'বন্দি দশায়' বসবাস করেন প্যালেস্তাইনের বাসিন্দারা। এদিকে প্যালেস্তাইনকে ইজরায়েলের হাত থেকে 'মুক্ত' করতে এর আগেও একাধিকবার সশস্ত্র আন্দোলন করেছে বিভিন্ন গোষ্ঠী। এই আবহে এবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা করে নতুন করে যুদ্ধের আবহ তৈরি করল প্যালেস্তাইনের হামাস। গতকাল সকালে হামাসের পরপর রকেট হামলার পর সরকারিভাবে ইজরায়েলের তরফ থেকে সরকারি ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এই আবহে

এরপর ৩ পাতায়

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

Contact : 9732531171

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,

আপনার সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য জি.ডি. সার্কেল-এর অন্তর্ভুক্ত সরবেড়িয়া আন-নূর মিশন-এর ম্যানেজমেন্ট কোটার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় (মিশন অ্যাডমিশন টেস্ট) MAT-2024 পরীক্ষার অয়োজন করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিতরণ চলছে

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২২ অক্টোবর ২০২৩
পরীক্ষার তারিখ : ২৯ অক্টোবর ২০২৩, রবিবার দুপুর ১২টা
পরীক্ষার ফলাফলের তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০২৩
কাউন্সিলিং-এর তারিখ : ৮, ৯ ও ১০ নভেম্বর ২০২৩

এক নজরে আমাদের ফলাফল - ২০২৩

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী	২৮	১২	১৬	—	৪৫২ (৯০.৪%)
	ছাত্র	২৬	০৬	২০	—	৩৯৬ (৭৯.২%)
	সর্বমোট	৫৪	১৮	৩৬	—	

পরীক্ষা কেন্দ্র

❑ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
(বালক বিভাগ) সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা, ফোন : ৯৫৬৪০১১৯০৬

❑ হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন
হরনগর, থানা-নাকাশিপাড়া, নদীয়া ফোন : ৯৬৪১৭৩৯০৯০/৯১৫৩৯৩২৯০৬

❑ রোজ হ্যাভেন্স স্কুল
দঃ মাখালদলা (গাজী বাবার মাজার) ঘুটিয়ারী শরীফ, জীবনতলা, দঃ ২৪ পঃ ফোন : ৭০২৯৫৯২৯৫৪

❑ ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী
পঃ মানিকতলা, গোকর্নী, মগরহাট, দঃ ২৪ পঃ ফোন : ৯৯৩২৭৫৫১৫২/৯৬০৯১১৭১১৫

❑ মানিকহার এস.এস. হাই স্কুল
গ্রাম ও পোঃ - মানিকহার, মুর্শিদাবাদ ফোন : ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পঃ ফোন : ৯৫৬৪০১১৯০৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, বাসন্তী ফোন : ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, নদীয়া ফোন : ৯১৫৩৯৩২৯০৬

❖ ভারত মেডিকেল হল
সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পঃ ফোন : ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ মামনি সুইটস
বারুইপুর, দঃ ২৪ পঃ ফোন : ৮৪৩৬৪৫৭১০১

❖ হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন
হরনগর, নদীয়া ফোন : ৮৪৩৬৪৫৭১০১

❖ রোজ হ্যাভেন্স স্কুল
দঃ মাখালতলা, ঘুটিয়ারী ফোন : ৭০২৯৫৯২৯৫৪

❖ ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী
পঃ মানিকতলা, মগরাহাট ফোন : ৯৯৩২৭৫৫১৫২

❖ মানিকহার এস.এস.হাইস্কুল
মানিকহার, মুর্শিদাবাদ ফোন : ৯৯৩৩৯৮৮৮৬৮

আবাসিক শিক্ষক চাই
● পদার্থবিদ্যা
● রসায়নবিদ্যা
● জীববিদ্যা
● গণিত
সত্বর Resume mail করুন

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের

১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শিবানীপুরে সংস্কৃত ভাষা চর্চা শিক্ষা ও প্রসারকল্পে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

বাইজিদ মণ্ডল ডায়মন্ড হারবার: নিউজ সারাদিন : রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১২৫-তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ফলতা থানার শিবানীপুরে "মুক্তকণ্ঠ" সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৬ থেকে ৮ অক্টোবর তিন দিন ব্যাপী সংস্কৃত ভাষা চর্চা, শিক্ষা ও প্রসার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। আজ ৮ই অক্টোবর এই তিনদিনের কর্মসূচি র শেষ দিন। ঠাকুর-মা-স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে বেলুড় বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান শ্রীমৎ স্বামী জপসিদ্ধানন্দজী মহারাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি জানতে ও বুঝতে, এমন কি কম্পিউটার বিজ্ঞান সহ আধুনিক যে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রেও এই ভাষার গ্রহণযোগ্যতা আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পাশাপাশি এদিন এই সংস্থার সম্পাদক ও বিশিষ্ট আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল প্রারম্ভিক ভাষণে এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেন। পাশাপাশি ভাবান্দোলনের দীর্ঘ দিনের কর্মী মৃণাল বিশ্বাস প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য, সঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক রঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ। একশোর বেশি ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক এই কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন আচার্য উত্তম ঘোষ, সৈকত মহান্ত, ও বুদ্ধদেব দাস প্রমুখ।

ছায়াপথ প্রকাশনীর এক ডজন বই উদ্বোধনের উপস্থিত ছিলেন মৌলালি যুবক কেন্দ্রের বিবেকানন্দ অডিটোরিয়াম হলে শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী, স্বামী সর্বসুখানন্দ, পরমানন্দ গিরি মায়াপুর ইসকন থেকে আসা রসিক গৌরাঙ্গ দাস মহারাজ ও অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকার এবং সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও প্রকাশিকা অদিতি আচার্য অনেকেই।

ক্ষমতা কারও কাছে সারাজীবন থাকে না',

ঘাটালে পৌঁছে সিবিআই নিয়ে মন্তব্য দেবের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে একই দিনে রাজ্যের মন্ত্রী এবং হেভিওয়েট বিধায়কের বাড়িতে হানা দিল সিবিআই। পৌরসভার নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমেই এমন হানা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার। সকাল থেকে তল্লাশি চলল ফিরহাদ হাকিম এবং মদন মিত্রের বাড়িতে। এখন অবশ্য মদন মিত্রের বাড়ি থেকে সিবিআই অফিসাররা বেরিয়ে গেলেন ৬ ঘণ্টা কাটানোর পর।নিখোঁজ পোস্টার নিয়ে কী বললেন দেব? একদিন আগেই নিখোঁজ পোস্টার পড়ে ঘাটালে। সেখানে সাংসদ দেব নিখোঁজ লেখা হয়। আর তার পরদিনই হাজির সাংসদ। এই বিষয়ে দেবের বক্তব্য, 'মানুষ আমাকে চায় বলেই নিখোঁজ পোস্টার দিয়েছে। অর্থাত আমাকে খুঁজছে। আর আমি তো এসে গিয়েছি। মানুষ খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছি। এখন মানুষজন খুব সমস্যায় আছেন। কারণ এটা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মানুষকে এই দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ থেকে সরাতে হবে।

এরপর ৩ পাতায়

নিউজক্লিক এফআইআর-এর মাধ্যমে

কৃষক আন্দোলনের উপর নতুন করে আক্রমণের জন্য বিজেপি-আরএসএস নেতৃত্বাধীন মোদী সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করবে এসকেএম

দিল্লি, ৮ই অক্টোবর, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : নিউজক্লিক মিডিয়া হাউসসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেলের দায়ের করা এফআইআর-এ সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা (এস কে এম) নেতৃত্বাধীন দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে আরোপিত কুরুচিপূর্ণ অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পেরে এসকেএম হতবাক। কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এফআইআর-এ করা সমস্ত অভিযোগকে এসকেএম সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করছে এবং সর্বৈব মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে জানাচ্ছে, এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করছে যে:

১) অবৈধ বিদেশী অর্থের সাহায্যে "দেশের সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ এবং পরিষেবাগুলি ব্যাহত করা, সম্পত্তির ক্ষতি এবং ধ্বংস করা, ভারতীয় অর্থনীতির বিশাল ক্ষতিসাধন করা, অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা সমস্যা সৃষ্টি করা"র উদ্দেশ্যে কৃষক আন্দোলন করা হয়েছিল, দায়ের করা এফ আই এরুএ উল্লেখিত এই মিথ্যা অভিযোগ এসকেএম স্পষ্টতই অস্বীকার করছে। বিজেপি সরকারের কৃষক-বিরোধী এবং কর্পোরেট-পন্থী আইন ও নীতির বিরুদ্ধে, এসকেএম-এর নেতৃত্বে, জাতির অন্নদাতা কৃষকরা, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিল। কৃষকদের দ্বারা কোনো সরবরাহ ব্যাহত হয়নি। কৃষকরা কোনো সম্পত্তির ক্ষতি করেনি। কৃষকদের দ্বারা অর্থনীতির কোনো ক্ষতি হয়নি। কৃষকদের জন্য কোনো আইনশৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি হয়নি। দেশের রাজধানীতে পৌঁছে কৃষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ আটকানোর জন্য কাঁটাতারের বেড়া, জলকামান ব্যবহার, লাঠিচার্জ এবং রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে কৃষকদের হিংসাত্মকভাবে বাধা দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারই দেশের জনগণ এবং কৃষকদের জন্য চরম অসুবিধা তৈরি করেছিল। গ্রীষ্মের প্রখর রোদ, মুষলধারে বৃষ্টি এবং হিমশীতল শীতে দীর্ঘ ১৩ মাস ধরে প্রতিবাদে বসে থাকতে হয়েছে কৃষকদের। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি-আরএসএস জোট লখিমপুর খেরিতে চলন্ত যানবাহনের নীচে পিষে চার কৃষক এবং একজন সাংবাদিককে হত্যা করে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি করেছিল। এই হামলার নেপথ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও তার ছেলে। এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী দোষী মন্ত্রীকে অপসারণ এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করেননি। মোদী সরকারের দমন-পীড়নের মোকাবিলায় লখিমপুর খেরির কৃষক সহ ৭৩৫ জন কৃষককে প্রাণ দিতে হয়েছে। সরকার নিজেই সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করেছে। সরকারই তার বন্ধু পুঁজিপতিদের সাথে ষড়যন্ত্র করে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খল দখল করে, জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা এবং জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংস করেছে। পিএম কেয়ার ফান্ডে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং গৌতম আদানি তার ব্যবসায়ে চীন থেকে অর্থ পেয়েছে। কৃষকদের বিপুল কষ্ট স্বীকার এবং মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে কৃষক আন্দোলন সফল হয়েছিল। আন্দোলনটি বিদেশি অর্থমদতপুস্ট এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসম্পন্ন, এমন অভিযোগ করে এ ধরনের আত্মত্যাগকে ছোট করা সরকারের ঔদ্ধত্য, অজ্ঞতা ও গণবিরোধী মানসিকতার পরিচায়ক।

২) বিদেশী শোষক সহ বড় কর্পোরেটদের হাতে ভারতীয় কৃষিকে তুলে দেওয়ার সরকারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, দেশপ্রেম বোধ সম্পন্ন এবং ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের গুরুত্ব কমিয়ে দেখাবার বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রচেষ্টার দৃঢ়ভাবে নিন্দা করেছে এসকেএম। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে ৩টি কালো কৃষি আইন দ্বারা চুক্তি চাষের মাধ্যমে দেশের ফসলের প্যাটার্ন, মান্ডির উপর মান্ডি আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সম্পর্কিত আইন সংশোধনের মাধ্যমে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং খাদ্য সরবরাহ ও বিতরণের ওপর কর্পোরেটদের আইনি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছিল, এবং সরকারী ক্রয়, সমর্থন মূল্য এবং পিডিএস রেশন নিরাপত্তা তুলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এ কারণেই আইনগুলো ছিল জনবিরোধী এবং এর বিরোধীতায় কৃষক আন্দোলন ছিল উচ্চ মাত্রার জাতীয়তাবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।এই এফআইআরটি কৃষক আন্দোলনকে বহিরাগত আর্থিক মদতপুস্ট দেখাবার একটি ধূর্ত এবং ঘৃণ্য পরিকল্পনা, যা কৃষক আন্দোলন দ্বারা আন্দোলন চলাকালীনই দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এবং যার সামনে মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি-আরএসএস সরকার ঝুঁকতে এবং এই বানানো অভিযোগ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতীয় কৃষি শুধুমাত্র ১৪২ কোটি মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা দেয় না, ৯০ কোটি গ্রামীণ লোকের জীবন ধারণের উপায়ও, যার গুরুত্ব করোনা মহামারীর সময় সবাই দেখেছিল।

৩) যেহেতু দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে, এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মতো পরিচিত কৃষক বিরোধী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত, এটা আশ্চর্যজনক নয় যে কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে, যদিও মিথ্যার রকমটি বিস্ময়কর।

৪) এসকেএম বুঝতে পেরেছে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এখনও ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর অবধি চলা দিল্লির সীমান্তে কৃষকদের দৃঢ়, গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মুখে ৩টি কালো কৃষি আইন প্রত্যাহার করার অপমানের জ্বালা ভুলতে পারছে না, তাই ক্রমাগত কৃষক আন্দোলনকে কলঙ্কিত করে এবং কৃষক বিরোধী গল্প ছড়িয়ে কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে।

যদিও এসকেএম তার সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই নিউজক্লিকের মতো স্বাধীন মিডিয়া হাউসগুলির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছে এবং এই জনবিরোধী বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে সত্য লিখতে এবং প্রকাশ করার সাহস রাখেন এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ও ক্ষমতার অবৈধ অপব্যবহার করে মিথ্যা মামলা ও গ্রেপ্তারের মাধ্যমে তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ ও শ্বাসরুদ্ধ করতে সরকারের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার নিন্দা জানিয়েছে এবং এমন অনেক সাংবাদিকের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে, এসকেএম আবারও নিউজক্লিক এবং স্বাধীন মিডিয়ার সকল অংশের প্রতি সংহতি ও সমর্থন জানাচ্ছে এবং পুনর্ব্যক্ত করছে যে সব শ্রেণীর নাগরিক অধিকার এবং তাদের যাতে এই সরকার দ্বারা পদদলিত হতে না হয়, এসকেএম তা নিশ্চিত করবে।

নিউজক্লিক এফআইআর-এর মাধ্যমে কৃষক আন্দোলনের উপর নতুন করে আক্রমণের জন্য এসকেএম এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘোষণা করেছে। প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীত, জেলা সদর দফতর, তহসিল সদর দফতরে নিউজক্লিক এফআইআর-এ কৃষকদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে করা মিথ্যা এবং উদ্ভট অভিযোগগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে ব্যাপক প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজিত হবে। কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য এসকেএম নেতাদের প্রতিনিধি দল ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এবং দিল্লি পুলিশের কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন জমা দেবে, যা ব্যর্থ হলে সব কর্তৃপক্ষের দপ্তরে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে।

শারদীয়ার আগে সুন্দরবনের অসহায়,

দুঃস্থদের দুয়ারে 'প্রান্তিক লোকশিল্প কলা কেন্দ্র

নুরসেলিম লস্কর, গোসাবা : নিউজ সারাদিন : দুয়ারে কড়া নাড়ছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া। আর তার ঠিক হাতে গনা কয়েকদিন আগেই প্রত্যন্ত সুন্দরবনের অসহায়,দুঃস্থ মানুষদের দুয়ারে শারদীয়ার উপহার নিয়ে পৌঁছে গেল 'প্রান্তিক লোকশিল্প কলা কেন্দ্র' নামের একটি বেসরকারি সংগঠন। এদিন বিকালে সুন্দরবনের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া ব্লক গোসাবার এনপুর গ্রামের প্রায় পাঁচশো পরিবারের কচিকাচাদের থেকে শুরু করে প্রত্যেকের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন তারা। আয়লা, বুলবুল, ফনী, ইয়াসের মতো প্রকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে বার বার ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় সুন্দরবনবাসীদের। আর সুন্দরবনের এই অসহায় মানুষদের পাশে এভাবেই বার বার দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে এই প্রান্তিক লোকশিল্প কলা কেন্দ্র কে। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষের পাশে এর আগে তারা সবসময় বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর এবারে কিন্তু কোন বিপদে নয়, সুন্দরবনবাসীর আনন্দের সঙ্গী হতে তাদের দুয়ারে এসে হাজির হয়েছেন তারা। আর পূজার আগে প্রান্তিক লোকশিল্প কলা কেন্দ্রের এমন উদ্যোগে খুশি সুন্দরবনবাসীরা। আর প্রান্তিক লোকশিল্প কলা কেন্দ্রের উদ্যোগ কে স্বাদুবাদ জানিয়ে বিমল রায় নামের এক সুন্দরবনবাসী বলেন, " আর কয়েকদিন পরে আমাদের বাঙালি দের শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া। এই সময় প্রত্যেকে নতুন জামা, কাপড় পড়ে, বিশেষ করে আমাদের পরিবার গুলির বাচ্চাদের তো সামর্থ না থাকলেও ধার দেনা করে কিনে দিতে হয়। কিন্তু এবারে আর ধার দেনা করতে হবে না আমাদের। আর ধার দেনা করার থেকে বড়ো কথা হলো সময় মতো কিনে দিতে পারিনা। কিন্তু এবারে প্রান্তিক লোক শিল্প কলা কেন্দ্রের জন্য আমাদের মাথা থেকে সেই চিন্তা দূর হলো এবং পূজার আগেই আমাদের পরিবার গুলির বাচ্চা দের মুখে যে হাঁসি ফুঁটে উঠলো আজ, তার জন্য ঐ সংগঠনের সকল কে সুন্দরবনবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

সিবিআইয়ের হানায় ক্ষুব্ধ

ফিরহাদ ও মদন মিত্রের সমর্থকরা

জগদীশ য়াদব : কলকাতা : নিউজ সারাদিন : পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং বিধায়ক মদন মিত্রের বাসভবন সহ বাংলার ১৫টি জায়গায় সিবিআইয়ের অভিযান এবং তল্লাশি অভিযান নিয়ে দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর পর্যন্ত শোরগোল পড়ে কোনও কমতি ছিল না অনুগামীদের। যারা এই অভিযানের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একই সময়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং বিধায়ক মদন মিত্রের সমর্থকদের ভিড় তাদের বাসভবনের চারপাশে ছিল এবং তাদের বেশ বিরক্ত দেখাচ্ছিল। চেতলাতে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম অনুগামী বাবলু করিম, হাজী মতলুব খান, ফারুক আজম এবং মো. আনিস বলেন, কেন বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সারাদেশে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হয়রানি করতে এবং তাদের মনোবল ভাঙতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে প্রতিশোধ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অভিযান চালানো হচ্ছে। অনুগামীদের অভিযোগ, মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যারাই কথা বলুক তাদের হয়রানি করা হচ্ছে।কেন বারবার তৃণমূল নেতা মন্ত্রীদের এভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। একইভাবে ফিরহাদ হাকিমের অন্য সমর্থকদের কথায়, 'ববি দা আমাদের জন্য ঈশ্বর। এলাকার জন্য তিনি অনেক কাজ করেছেন। তাদের অযথা হয়রানি করা হয়েছে। শুভেন্দু-সহ বিজেপি নেতাদের বাড়িতে কেন যাচ্ছে না কেন্দ্রীয় বাহিনী? এমনই দৃশ্য দেখা গেল ভবানীপুরে মদন মিত্রের বাড়ির সামনেও। তার সমর্থকদের কথায়, গোটা দেশ জানে যে তৃণমূল কেন্দ্র একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তাই দলের নেতাদের বাড়িতে অভিযান চালানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা এভাবে চুপ থাকতে পারি না।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী হতে চান কৈলাস, শিবের ভরসা নারীশক্তি

লড়াইয়ে নেমেছেন, তখন মুখ্যমন্ত্রিত্বের কুর্সিকেই পাখির চোখ করেছেন। তাঁর লক্ষ্য হতে চলেছে, ভোপাল নয়, ইন্দোরকেই মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করা। সেই কারণে ইন্দোর-সহ সংলগ্ন এলাকার সবক'টি বিধানসভার আসন নিরঙ্কুশ ভাবে জেতার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন তিনি।দলের মধ্যে নিজের প্রভাব বাড়াতে কৈলাস গতকাল ঘোষণা করেন, তাঁর কেন্দ্রে যদি কোনও বুথে কংগ্রেস একটিও ভোট না পায়, সেই বুথ অধ্যক্ষকে তিনি ৫১ হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। যা শুনে অনেকেই মনে করছেন, কৈলাসের লক্ষ্য হল নিজে রেকর্ড মার্জিনে জিতে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিদার হওয়া।

অন্য দিকে, একাধিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হলেও, তাতে স্থান পাননি মধ্যপ্রদেশের দু'দশক ধরে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান। ফলে তিনি যে বেশ মর্মাহত, তা স্বীকার করে নিচ্ছে শিবরাজের ঘনিষ্ঠ মহল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর অভিমানী শিবরাজ তাই তাঁর মুখ্যমন্ত্রী থাকা উচিত কি না তা নিয়ে নিজেই প্রশ্ন করেছেন রাজ্যবাসীকে। গতকাল ডিন্দোরির এক জনসভায় জনতার কাছে শিবরাজ জানতে চান, তিনি উত্তম প্রশাসক হিসাবে সরকার চালাচ্ছেন কি না? জনতা 'হ্যাঁ' বলতেই, দ্বিতীয় প্রশ্নে শিবরাজ জানতে চান, আগামী নির্বাচনে 'মামা'র (রাজ্যে শিবরাজকে ওই নামেই ডাকা হয়) মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত কি না? তাতেও ইতিবাচক সমর্থন দেয় জনতা।রাজ্যের কংগ্রেস নেতা কমল নাথের কটাক্ষ, "মধ্যপ্রদেশে বিজেপির হতাশা চরমে পৌঁছেছে। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিবরাজের নাম নেওয়া বন্ধ করে তাঁকে দৌড় থেকে বার করে দেন। যিনি টিকিটের দৌড় থেকে বাইরে, সেই ব্যক্তি সবার সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত।"

স্বভাবতই শিবরাজ যে ভাবে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিজের নাম প্রস্তাব করছেন, তা ভাল ভাবে নিচ্ছেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। মধ্যপ্রদেশে এমনিতেই সরকার ধরে রাখা বেশ কঠিন বলে জানে দল, তার মধ্যে মহিলা মহলে শিবরাজের জনপ্রিয়তা চিন্তায় রেখেছে তাদের। সেই জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে ভোটের আগে মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নেও ততপর হয়ে উঠেছে শিবরাজ সরকার। চলতি সপ্তাহে সরকারি চাকরিতে মহিলাদের ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছেন শিবারজ।

এশিয়ান গেমস-এ গত ৬০ বছরের মধ্যে

ভারত এই প্রথম সেরা সাফল্য অর্জন করেছে

নতুন দিল্লি, ৮ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : এশিয়ান গেমস-এ ভারতের অংশগ্রহণের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিগত ৬০ বছরের ইতিহাসে দেশ এই প্রথমবার সেরা সাফল্য অর্জন করেছে। ভারতীয় খেলোয়াড়রা জিতে নিয়েছেন ১০৭টি পদক। এই ঘটনায় উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় খেলোয়াড়দের স্থির সংকল্প, অনবদমিত মানসিক স্থৈর্য এবং কঠোর শ্রমের বিশেষ প্রশংসা করেছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে তুলে ধরা এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"এশিয়ান গেমস-এ এ হল ভারতের এক ঐতিহাসিক সাফল্য!

অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা যেভাবে দেশকে এযাবৎকালের মধ্যে সবথেকে বেশি অর্থাৎ ১০৭টি পদক এনে দিয়েছেন, তাতে সমগ্র জাতি আজ আনন্দবিহ্বল। গত ৬০ বছরের মধ্যে এবারের সাফল্যই হল সব থেকে সেরা। ভারতীয় খেলোয়াড়দের অবিচল সংকল্প, অপরাজেয় মানসিক শক্তি এবং কঠোর পরিশ্রম দেশকে আজ গর্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁদের এই জয় ও সাফল্য আমাদের কাছে শুধু স্মরণীয় হয়ে থাকবে না, তা আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিতও করবে। উৎকর্ষের সন্ধানে ভারত যে আজ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, এই ঘটনা সেই অঙ্গীকারকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।"

২ পাতার পর

ক্ষমতা কারও কাছে সারাজীবন থাকে না', ঘাটালে পৌঁছে সিবিআই নিয়ে মন্তব্য দেবের

আমার দল কাজ করছে। আমিও তাঁদের সাহায্য করতে এসেছি। সুতরাং এখানে মানুষকে সাহায্য করা ছাড়া আর কোনও বিষয় গুরুত্ব পেতেই পারে না।'

আজ তো ফিরহাদ-মদনের বাড়িতে সিবিআই হানা দিয়েছে। কী বলবেন? জবাবে দেব সরাসরি তির তাক করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে। তাঁর কথায়, 'কেউ যদি ভুল করে থাকে, তার শাস্তি হওয়া উচিত। আর যদি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে বিষয়টি হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতের জন্য খুব খারাপ। কারণ সারাজীবন কারও কাছে ক্ষমতা থাকবে না। অন্যরা যখন ক্ষমতায় আসবে, তারাও একই পন্থা নেবে, যা দেশের জন্য খারাপ। আর ববিদা একজন যথেষ্ট সিনিয়র নেতা। তিনি এসবের মধ্যে নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তাছাড়া তিনি জানেন কি করে সব সামলাতে হয়। অনেক ভাল কাজ করেছেন মেয়র হিসাবে।'আর তাতেই তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। আর গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ-অভিনেতা দেব।

আজ, রবিবার ঘাটালে পৌঁছে গিয়েছেন এই লোকসভার সাংসদ। একদিন আগেই তাঁর নামে নিখোঁজ পোস্টার পড়েছিল। তারপরের দিন হাজির হওয়া বেশ তাতপর্যপূর্ণ। তবে বানভাসী ঘাটালের মানুষের পাশে থাকতেই তিনি এসেছেন বলে জানিয়েছেন স্বয়ং। ঘাটালে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসেন অভিনেতা সাংসদ দেব ওরফে দীপক অধিকারী। আর সকাল থেকে রাজ্যজুড়ে সিবিআইয়ের অভিযান নিয়ে মুখ খুললেন সাংসদ দেব। ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি-সহ নিখোঁজ পোস্টার নিয়েও দিয়েছেন উপযুক্ত জবাব। সিবিআইয়ের এই সারপ্রাইজ ভিজিট নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই বিজেপি তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে দিয়ে এসব করাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

১-ম পাতার পর

অভিষেকের ধর্নামঞ্চ ১৪৪ ধারা ভেঙে কেন? প্রশ্ন তুলে নবান্নকে চাপ রাজভবনের

জ্বালিয়ে দেয় তাঁদের মুখ থেকে এ সব কথা আমরা শুনতে রাজি নই।"এর পরে শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতিও ১৪৪ ধারা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এ বার সেই প্রশ্ন তুলেই নবান্নকে চিঠি পাঠাল রাজভবন। সেখানে বেশ কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। রাজভবন সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে চিঠি লেখা হয়েছে। রাজভবন সূত্রে এ-ও জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যার পরেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কলকাতা ফিরে আসছেন। ঠিক তার আগেই নবান্নে গিয়েছে রাজভবনের চিঠি।প্রসঙ্গত, দার্জিলিঙে শনিবার সন্ধ্যাতেই তৃণমূল প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন বোস। রবিবার তিনি দার্জিলিঙে কিছুটা অসুস্থ বোধ করায় কলকাতায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা গিয়েছে। তিনি ইতিমধ্যেই পাহাড় থেকে শিলিগুড়ির পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন। সন্ধ্যার বিমানে বাগডোগরা থেকে কলকাতা আসবেন। ঠিক তার আগেই রবিবার দুপুরে মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, নবান্নকে পাঠানো চিঠিতে মূলত তিনটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এক, ১৪৪ ধারা কার্যকর রয়েছে এমন এলাকায় মঞ্চ বেঁধে ধর্নার অনুমতি কি আদৌ দিয়েছিল কলকাতা পুলিশ? দুই, যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে কে দিলেন এবং কোন আইন বলে? তিন, যদি অনুমতি ছাড়াই ধর্নামঞ্চ বাঁধা হয়ে থাকে এবং তিন দিন ধরে বিক্ষোভ জমায়েত চলতে থাকে তবে পুলিশ এখনও পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এই সব প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব জবাব দিতেও বলেছে রাজভবন।

১-ম পাতার পর

হামাসের হাতে বন্দি ১৭ নেপালি, ইজরায়েলে কেমন আছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা?

ইজরায়েলের প্রত্যাঘাতে গাজা ভূখণ্ডে তড়তড়িয়ে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। গতরাতে শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত গাজায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩০। জখম হয়েছেন অন্তত পক্ষে ১৬০০ জন। গতরাতে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩০০ হয়েছে ইজরায়েলে। তবে সংবাদসংস্থা এএনআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইজরায়েলে থাকা ভারতীয় পড়ুয়ারা সেদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ রেখে চলেছে। এদিকে যুদ্ধের আবহে এয়ার ইন্ডিয়া তেল আভিভ থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশে ফেরার কোনও পথ খোলা নেই ভারতীয় পড়ুয়াদের কাছে। ('আমাদের জবাই করা হচ্ছে', ইজরায়েলে প্রাণ গেল ৩০০ জনের, জবাবি হামলায় গাজা ভূখণ্ডে মৃত ২৩০)সংবাদসংস্থা এএনআই-কে গোকুল মানাবালন নামক এক ভারতীয় পড়ুয়া এই নিয়ে বলন, 'আমি খুবই ভয়ে আছি। অবশ্য ইজরায়েলের পুলিশ বাহিনী কাছেই টহল দিচ্ছে। তাই আমরা আপাতত নিরাপদে আছে। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের সঙ্গে আমরা কথ বলেছি। আমাদের এখানে আশেপাশে আরও ভারতীয় থাকেন। আমরা সবার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি।' এদিকে বিমল কৃষ্ণস্বামী চিত্র নামক আরও এক পড়ুয়া বলেন, 'আমরা কয়েকজন ছাত্র একসঙ্গে আছি। ভারতীয় দূতাবাস আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। আমরা কেমন আছি, তার খোঁজ নিচ্ছে ভারতীয় দূতাবাস।' অপর এক পড়ুয়া আদিত্য করুণানিধি নিবেদিতা বলেন, 'সবকিছুই খুব আচমকা হল। আমরা এমনটা প্রত্যাশা করিনি। তবে সকাল সকাল আমরা সাইরেনের আওয়াজ শুনে উঠে পড়েছিলাম। আমরা ভয় পেয়ে যাই। আমরা প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা বাঙ্কারে ছিলাম।'

বিজেপি ছেড়ে অভিষেকের মঞ্চে

তৃণমূলে যোগ দিলেন অভিনেত্রী রিমঝিম মিত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১০০ দিনের কাজে বঞ্চনা নিয়ে প্রতিবাদ। রাজভবনের সামনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিবাদের চতুর্থ দিন চমক! বিজেপি ছেড়ে সোজা অভিষেকের মঞ্চে এসে যোগদান করলেন অভিনেত্রী রিমঝিম মিত্র । এদিন সন্ধেবেলা সরাসরি তৃণমূলের মঞ্চে পৌঁছে যান রিমঝিম। এদিনের ধরনামঞ্চ থেকে সেই বিষয়টিও খানিকটা স্পষ্ট করলেন তিনি। বললেন, 'বিবেকের ডাকে এই মঞ্চে এসেছি। সভাপতি মান্যতা দেননি। বলতেন, এই অভিনেত্রী আমাদের দলে আছেন? বিজেপি কার নেতৃত্বে কাজ করবে? সুকান্ত, দিলীপ ও শুভেন্দুর নেতৃত্ব আগে ঠিক করুক। আমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে বলা হত। তৃণমূল নেতৃত্ব অনুমতি দেয় তাহলে যোগ দিয়ে কাজ করতে চাই।'এর পর দলের তরফে যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, অভিনেত্রী তৃণমূলে যোগ দিলেন। বিজেপি নেত্রী হিসেবে বেশ পরিচিত মুখ ছিলেন রিমঝিম।

উনিশের লোকসভা নির্বাচনের (Lok Sabha Election 2023) পর ২১ জুলাই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন রিমঝিম মিত্র। এমনিতে টলিপাড়ার বহু পরিচিত, জনপ্রিয় মুখ গেরুয়া শিবির ঘেঁষা। শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, পায়েল চক্রবর্তী, পার্নো মিত্র, অঞ্জনা মিত্ররা নির্বাচনেও লড়াইও করেছেন। কিন্তু একটা সময় পর তাঁরা বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। আগেই বিজেপি ছেড়েছেন শ্রাবন্তী। এবার রিমঝিমও পদ্ম শিবির ত্যাগ করে যোগ দিলেন ঘাসফুল শিবিরে। তাও আবার এমন এক মঞ্চ, যা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিও টলে গিয়েছে। ১০০ দিনের কাজ করে কেন্দ্রের থেকে বকেয়া টাকা পাননি, এই ইস্যুতে রাজভবনের সামনে চলা তৃণমূলের ধরনামঞ্চেই সোজা চলে গেলেন রিমঝিম। রিমঝিমের এই দলবদল অবশ্য একদিনেই হয়নি। এর প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছিল বছর দুই আগে থেকেই। ২০২১ সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোটে তৃতীয়বার বিপুল সংখ্যায় তৃণমূল সরকার ফেরার পর সুর কাটছিল। তৃণমূলের দাপুটে নেতা মদন মিত্রের (Madan Mitra) লাইভে দেখা যাচ্ছিল রিমঝিম মিত্র। তিনি বলেছিলেন, 'দলের বিভিন্ন বিক্ষোভ, মিছিল কর্মসূচির খবর পাই। কিন্তু কোনও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের খবর দেওয়া হয়নি। আমার অনেক বন্ধুরাই তৃণমূলে গিয়েছেন। সেরকম সুযোগ আমারও ছিল।' এর পরই তিনি বলেন, 'এভাবে চলতে থাকলে আমাকে ভাবতে হবে।' তাঁর কথায়, 'উপযুক্ত সম্মান না পাওয়ায় অনেকে বিজেপি ছেড়ে গিয়েছেন। টেকেন ফর গ্রান্টেড নেওয়ার ফল কী হতে পারে তা আমরা আগেই দেখেছি।' তবে কি বিজেপিতে নিতান্তই 'টেকেন ফর গ্রান্টেড' হয়ে যাচ্ছিলেন রিমঝিম?

বন্ধুকে ২ হাজার টাকা পাঠিয়ে এক ব্যক্তি

পেলেন ৭৫৩ কোটি টাকা, চোখ কপালে উঠল তাঁর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবাককাণ্ড চেন্নাইতে! বন্ধুকে মাত্র ২০০০ টাকা অনলাইনে পাঠিয়ে কোটিপতি হয়ে গেলেন চেন্নাইয়ের এক বাসিন্দা। এই ভুতুড়ে কাণ্ডে রীতিমত অবাক হয়েছেন তিনি।আরেকটি ঘটনা ঘটেছে থাঞ্জাভুরের গণেসান নামে একজন ব্যক্তিকে, যিনি তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৭৫৬ কোটি টাকা এভাবেই পেয়েছিল। তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তার টাকাও নিয়ে নিয়ে বয়াঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

বর্তমানে নগদ লেনদেন প্রায় বন্ধ। নগদ নিয়ে ঘোরাফেরা করেন না অনেকেই। হাতের মুঠোফোনটাই ব্যাঙ্কের কাজ করে। যেখানে ইচ্ছে সেখানেই টাকা পাঠাতে পারেন। মোবাইল নম্বর দিয়ে টাকাও পাঠাতে পারেন। তাতে কোনও সমস্যা নেই। তেমনভাবে অনেকেই টাকা পয়সা লেনদেন করেন। কিন্তু অনেকেই তাতে বিপদে প□ড়েন। তাই অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপগুলিও সর্বদা গ্রাহককে সতর্ক করতে থাকে।চেন্নাইয়ের বাসিন্দা ইদ্রিশ আলি। গত ৬ অক্টোবর তাঁর এক বন্ধুকে অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপ ব্যবহার করে মাত্র ২০০০ টাকা পাঠিয়েছিলেন। তারপরই নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স চেক করে দেখেন।তাতেই চোখ চড়ক গাছে! দেখেন তাঁর অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছে কোটি কোটি টাকা। তিনি জানিয়েছেন ৭৫৩ কোটি টাকা ঢুকেছে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। তাতেই তিনি রীতিমত অবাক হয়ে যান। রীতিমত অবাক হয়ে ইদ্রিশ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে গোটা বিষয়টি জানান। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাঁর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়।

তবে এটাই প্রথম নয়। এর আগেও এজাতীয় ঘটনা ঘটেছিল তামিলনাড়ুতে। এক ক্যাব চালকের অ্যাকউন্টে ঢুকেছিল প্রায় ৯০০০ কোটি টাকা। যদিও প্রথম তিনি টাকা ফেরত দিতে নারাজ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি টাকা ফেরত দেয়। সেই সময় বলা হয়েছিল বয়াঙ্ক কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। তারপরই তার অ্যাকাউন্ট থেকে অতিরিক্ত অর্থ বার করে নিয়ে নেওয়া হয়।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছে থাঞ্জাভুরের গণেসান নামে একজন ব্যক্তিকে, যিনি তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৭৫৬ কোটি টাকা এভাবেই পেয়েছিল। তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তার টাকাও নিয়ে নিয়ে বয়াঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

সাধ্বীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন;

'অশালীন' ভাষায় আক্রমণ সৌগতর, পাল্টা দিল বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের বকেয়া আদায়ের দাবিতে রাজভবনের সামনে তৃণমূলের ধর্নার আজ চতুর্থ দিন। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও তৃণমূল নেতারা তা করতে পারেননি কারণ কলকাতায় ছিলেন না রাজ্যপাল। ফলে রাজভবনের সামানে ধর্নাতেই বসে রয়েছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। সেই মঞ্চ থেকেই এবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতিকে নিশানা করলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়।এদিকে, সাধ্বীর প্রতি অশালীন শব্দ ব্যবহার নিয়ে সরব বিজেপি। এনিয়ে আজ বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, যে শব্দ আপনি উচ্চারণ করতে পারছেন না তার প্রতিক্রিয়া আপনি কেন চাইছেন? এরা সব রাজনৈতিক বিবেকবোধ হারিয়ে ফেলেছে। সৌগত রায় একজন দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। জীবন সায়াহ্নে এসে তাঁর কী পরিণতি হয়েছে তা তো বোঝা গেল। তার ভাবমূর্তি কী তা তিনি নিজে পর্যালোচনা করুন। ভোটের আগে তা নিয়ে তো একবার স্বগতোক্তি করেছিলেন, আত্মসমালোচনা করেছিলেন। যখন জ্যোতি বুঝতেই পারছেন না তখন জবকার্ডের চুরিটা উনি মন্ত্রিকে বুঝিয়ে দেবেন। তাহলে তো আর টাকা আটকে থাকে না। তৃণমূলের কিছু বলার নেই। তৃণমূলের কোনও বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা কারও কাছে আর নেই। ওরাই বলছে, ওরাই শুনছে, ওরাই হাততালি দিচ্ছে। মানুষের এনিয়ে কোনও উতসাহ নেই। শনিবার কলকাতায় ছিলেন নিরঞ্জন জ্যোতি। তার পরেও ধর্নারত তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে দেখা করার কোনও ইচ্ছাই প্রকাশ করেননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রবিবার ধর্না মঞ্চ থেকে তাঁকেই অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেন সৌগত রায়। সাধ্বী প্রসঙ্গে সৌগত বলেন, ও ইংরেজিতে কোনও ফাইল সই করতে পারে না। ফাইল পড়তে পারে না। কোনও ফাইল ইংরেজিতে দিলে ওর সেক্রেটারিকে তা হিন্দিতে বুঝিয়ে দিতে হয়। এইসব কী মাল আমি জানি। এদের তো দেখছি।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৭৮ সংখ্যা ০৯ অক্টোবর, ২০২৩ সোমবার ২১ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ইডি হাজিরায় 'না' অভিষেকের বাবা-মার! তার বদলে তদন্তকারীদের কাছে গেল কে!

২২ পেরিয়ে বর্তমানে ২৩! নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় রাজ্যে। শিক্ষক কেলেঙ্কারি কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, তৃণমূলের নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে বহুজনা। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির নজরে এবার গোটা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার।সূত্রের খবর আইনজীবী মারফত ইডি দফতরে নথি পাঠিয়েছেন অভিষেকের বাবা-মা। প্রসঙ্গত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সূত্রেই উঠে আসে তার মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যাযয়ের নাম। জানা যায় অভিষেকের সংস্থার ডিরেক্টর পদে ছিলেন তার বাবা ও মা।গত ৩ অক্টোবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছিল ইডি। সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার জন্য তলব করা হয় তৃণমূল সাংসদকে। যদিও দিল্লিতে ধর্নার দরুন হাজির হননি তিনি।

অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেক পত্নী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী সপ্তাহে ১১অক্টোবর হাজিরার জন্য তলব করেছে ইডি ।জিজ্ঞাসাবাদের অভিষেক মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৬ অক্টোবর ও বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৭ অক্টোবর জন্য ডেকে পাঠানো হলেও নেতার বাবা বা মা কেউই ইডির মুখোমুখি হননি।

শুক্রবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইডি দফতরে যাননি। একই ভাবে শনিবার ইডি তলবে সাড়া দেননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সূত্রে খবর, সশরীরে হাজির না হলেও ইডি দফতরে এক হাজার পাতার নথি পাঠিয়েছেন অভিষেকের মা। আর নেতার বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠিয়েছেন ১২০০ পাতার নথি।

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, লেনদেন, এসবের বিষয়ে জিজ্ঞাসবাদ করতেই অভিষেকের বাবা ও মাকে ডেকে পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত এই সংস্থারই ডিরেক্টর কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেফতার করেছে ইডি। বর্তমানে জেলবন্দি তিনি।

উৎসবের মরশুম কাটলেই পাঁচ রাজ্যের ভোট

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : দু-একদিনের মধ্যেই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। তার আগেই শনিবার মধ্যপ্রদেশের ভোট প্রস্তুতি ও প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করতে কমল নাথ. রণদীপ সুরজেওয়ালাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন সোনিয়া গান্ধী , মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধী ।প্রথমত, কমল নাথকেই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী মুখ এবারও লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। দ্বিতীয়ত, গতবার কংগ্রেস সরকার গঠন করলেও কোভিডের সময় দল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেয় বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও বিধায়ক। 'অপারেশন লোটাস'-এর দায়িত্বে ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও ততকালীন কংগ্রেস সাংসদ ও রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। ফলে মাঝপথেই পড়ে যায় কমলনাথের নেতৃত্বাধীন মধ্যপ্রদেশ সরকার। পিছনের দরজা গিয়ে ক্ষমতার দখল নেয় গেরুয়া শিবির। তাই এবার প্রথম থেকেই সতর্ক কংগ্রেস। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত চলা বৈঠকে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে এআইসিসি সূত্রে খবর। ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তালিকা ঘোষণা করা পরিকল্পনা নিয়েছে হাত শিবির।দলের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে সব পক্ষের জোট বেধে লড়াইয়ের নির্দেশ দেন সোনিয়া। এদিনই আবার উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক ইমরান মাসুদ কংগ্রেসে যোগ দেন। সাংসদ রাজীব শুক্লার হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন ইমরান মাসুদ।

উতসবের মরশুম কাটলেই পাঁচ রাজ্যের ভোট। তার অনেক আগে থেকেই ভোট প্রস্তুতি চালাচ্ছে কমিশন ও যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলি। গত কয়েক মাস ধরেই ভোটমুখী রাজ্যের নেতৃত্বকে নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করে কংগ্রেস হাইকমান্ড। প্রথমে দলের গোষ্ঠীকোন্দল মেটাতে প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে এআইসিসি। এবার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসেন সোনিয়ারা। গত বিধানসভা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ করছে হাইকমান্ড।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

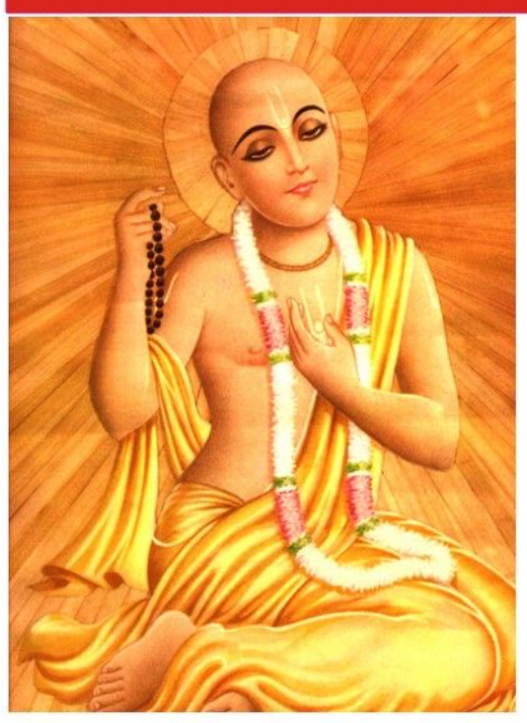

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অনেকের মতে,বর্তমান প্রাচীন মায়াপুর মহাপ্রভুর জন্ম গ্রহণ করেন এবং অনেকে এটাও বলেন মন্দির সংলগ্ন যে নিম বৃক্ষটি বর্তমানে আছে তার নীচেই চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন... কিন্তু ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। এর যুক্তি হল যে নিমবৃক্ষটির কথা এখন নিমাই এর জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত... **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মানুষের মনের মধ্যে ধ্যান ধারণা, ভক্তি-শ্রদ্ধা আর আধ্যাত্মিক অনুভূতি যদি জন্ম নেয়, তাহলে ঈশ্বর প্রার্থী হতে পারেন তিনি। সেই জন্যেই চেতনার সৃষ্টি আর অনুভূতির উপলব্ধি মধ্যে জন্ম জ্ঞানচক্ষু,আর সেই জ্ঞানচক্ষু দিয়েই স্বয়ং ঈশ্বর কে দেখতে পাবে এযুগের মানুষেরা।স্বর্গ, নরক ও মর্ত্য তো সবই ত্রিভুবন ধরাধামে অবস্থিত। তাই মানবজাতির পাপ-পুণ্যের বিচার হবে মৃত্যুর আগেই।এই কথাগুলি লিখতে বসে আমার জীবনের ছোটবেলার স্মৃতি গুলো বার বার মনে পড়ে যায়। আমি ছোটবেলা থেকে নিজের ইচ্ছায় যা চেয়েছি ভগবান তা আমাকে দিয়ে করাইনি, তার যে কাজটি করানো সে কাজটি ঠিক আমাকে দিয়ে বারবার করিয়ে নিয়েছে।আমার গুরুজনেরা যেসব ধর্ম স্থানে আজও যেতে পারিনি, সেই সব ধর্ম স্থানে আমি বহুবার ঘুরে এসেছি স্বয়ং ভগবান আমাকে টেনে নিয়ে গেছে। আমার কাছে এ কোন অর্থ নেই অথচ এমন একটি যোগাযোগ তৈরি হয়েছে আমি সেখানে হাজির হয়েছি।খুব ছোটবেলায় আমাকে দক্ষিণেশ্বরে বারবার টেনে নিয়ে গেছে স্বয়ং মা ভবতারিণী।যা আমি চাইনি তাই আমি পেয়েছি, যা চেয়েছি তা আমি আজও পাইনি। এ কথাগুলো একদম চিরন্তন সত্য আমার এই বয়সেও, হঠাৎ একটি যোগ হলো আমার বাড়ির সামনে থেকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে চলে গেলেন তারাপীঠ মন্দিরে।তারাপীঠ মন্দির এত ছোটবেলায় আমি দেখতে পাবো সেটা স্বপ্নে ভাবতে পারিনি, কেনো জানেন আমার গুরুজনেরা কর্মব্যস্ততা থাকতেন এবং মানব সেবা করতে তারা খুব ব্যস্ত থাকতেন।আমার সঙ্গে সময় দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তাদের সে সময় কোনদিন হয়ে ওঠেনি। ঈশ্বর যা চেয়েছেন তাই তো হয়েছে, আমার জীবনে। মায়ের মহিমা আজও আমাকে ভাবিয়ে তোলে, তারাপীঠ মন্দিরের শশান ঘাটে বসে ছিলাম । আচমকা লাল পাড়ের সাদা কাপর পরা এক বৃদ্ধ আমার সামনে হাজির। আমার কাছে খাবার আকুতি জানিয়েছে, খাওয়া দেওয়ার মতন সামর্থ্য আমার কাছে ছিল না সেই মুহূর্তে। সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বৃদ্ধা।কয়েক মিনিট পরে, আমি সাড়া শ্মশান ও তারাপীঠ চত্বরে ওই বৃদ্ধাকে খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু তারা দেখতে পেলাম না। যে যন্ত্রনা আজও আমাকে কুরে কুরে খায়। মায়ের সেই মহিমা, আজ অনেকের অজানা।মায়ের মহিমা প্রচার ও অনুসন্ধান করে পথ চলা আমার জীবনের শুরু। মায়ের কোন বিকল্প শক্তি হতে পারে না এই ধরাধামে বুকে, মা অনন্ত কাল ধরে বিশ্বের জননী । তিনি ত্রিভুবনের জাগ্রত মাতৃশক্তি, সকলের জন্মদাত্রী তিনি। যুগে যুগে অবতার যিনি জগৎজননী মা সারদা কখনও তিনি দেবী সরস্বতী বা কখনও মা লক্ষ্মী দেবী রূপে আবির্ভূতা। মা সারদা সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মায়ের কৃপায় পাহাড় সমান বাধাকে দূরীভূত করা যায় মায়ের কৃপায় সংসারে অভাব দূর হয়ে থাকে মা সারদা আবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা যেখানেই মায়ের পায়ের ধুলো পড়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে এক একটি তীর্থ ক্ষেত্র। সেই জায়গা গুলো হল জয়রামবাটি, কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, বাগবাজার, সিমলা স্ট্রিট। এক কথায় যেখানে যেখানে পায়ের পায়ের ধুলো পড়েছে সেখানে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি তীর্থক্ষেত্র। মা আবির্ভূত হয়েছিলেন, ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর, বাংলা ১২৬০ সনের ৮ পৌষ, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম জয়রামবাটীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে সারদা মা রূপে। তাঁর পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সারদা দেবীর পিতৃকূল মুখোপাধ্যায় বংশ পুরুষানুক্রমে ভগবান শ্রীরামের উপাসক ছিলেন। সারদা দেবী ছিলেন তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা তথা প্রথম সন্তান। জন্মের পর প্রথমে সারদা দেবীর নাম রাখা হয়েছিল "ক্ষেমঙ্করী"। পরে "ক্ষেমঙ্করী" নামটি পালটে "সারদামণি" রাখা হয়। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষিকাজ ও পুরোহিতবৃত্তি করে জীবিকানির্বাহ করতেন এবং তিন ভাইকে প্রতিপালন করতেন। দরিদ্র হলেও রামচন্দ্র ছিলেন পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি। কথিত আছে, সারদা দেবীর জন্মের আগে রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী উভয়েই অনেক দিব্যদর্শন করেছিলেন। সারদা মায়ের জন্মের পর রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরীর কাদম্বিনী নামে এক কন্যা এবং প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়চরণ নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। বাল্যকালে সাধারণ গ্রামবাসী বাঙালি মেয়েদের মতো সারদা দেবীর জীবনও ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে। ঘরের সাধারণ কাজকর্মের পাশাপাশি ছেলেবেলায় তিনি তাঁর ভাইদের দেখাশোনা করতেন, জলে নেমে পোষা গোরুদের আহারের জন্য ঘাস কাটতেন, ধানখেতে ক্ষেতমজুরদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতেন, প্রয়োজনে ধান কুড়ানোর কাজও করেছেন। সারদাদেবীর প্রথাগত বিদ্যালয়ের শিক্ষা একেবারেই ছিল না। ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে ভাইদের সঙ্গে পাঠশালায় যেতেন। তখন তাঁর কিছু অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী দেবী ও শ্যামপুকুরে একটি মেয়ের কাছে ভাল করে লেখাপড়া করা শেখেন। ছেলেবেলায় গ্রামে আয়োজিত যাত্রা ও কথকতার আসর থেকেও অনেক পৌরাণিক আখ্যান ও শ্লোক শিখেছিলেন। ছেলেবেলায় পুতুলখেলার সময় লক্ষ্মী ও কালীর মূর্তি গড়ে খেলাচ্ছলে পূজা করতেন। সেই সময় থেকেই তাঁর বিবিধ দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা হত। স্বয়ং ভগবান যে তার কপালে ঈশ্বর রূপ রেখা রেখে গেছে, সে কারণেই,তিন বছরের বালিকা সারদার সঙ্গে এক গানের আসরে প্রথম দেখা রামকৃষ্ণের। নবীন গায়ক দলের দিকে সারদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করা হল,তুমি কাকে বিয়ে করতে চাও। বালিকা তার ছোট্ট তর্জনী অন্য দিকে রামকৃষ্ণের দিকে নির্দেশ করে বলল একে। এরপর পাঁচ বছরের বালিকা সারদার বিবাহ হল চব্বিশ বছরের যুবক রামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীর মন্দিরের পূজারি। চেতনানন্দ বুঝিয়ে বলছেন, এ ধরনের বাল্যবিবাহ সেকালে প্রচলিত ছিল। তবে, একে বলা উচিত বাগ্‌দান। কারণ, কন্যা দেহে-মনে সাবালিকা হওয়ার পরই তাকে শ্বশুরগৃহে পাঠানো হত। কিন্তু ঠাকুর ও শ্রীমায়ের বিবাহ এক আধ্যাত্মিক বন্ধন। ১৯২০ সালের ২০ জুলাই ৬৬ বছর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ফের মা হওয়ার খবর ছড়াতেই আনুশকাকে নিয়ে নতুন গুঞ্জন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে বলিউডে জোর চর্চা চলছে অভিনেত্রী আনুশকা শর্মাকে নিয়ে। তিনি নাকি দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন। শোনা যাচ্ছে, তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা অভিনেত্রী। মেয়ে ভামিকার বয়স দু'বছর। তার খেলার সঙ্গী আসছে নাকি।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক ক্লিনিকের বাইরে দেখা যায় কোহলি-আনুশকাকে। সে সময় কোহলি নিজে ফটোগ্রাফারদের ছবি না ছাপার অনুরোধ করেন। পাশাপাশি এ-ও নাকি জানান, খুব তাড়াতাড়ি তারা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন। তারপর থেকেই খবর ধীরে ধীরে রটেছে। এই ঘটনার পর মুহূর্তেই নতুন জল্পনা শুরু বলিপাড়ায়। দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পর নাকি অভিনয় ছেড়ে দেবেন নায়িকা? নায়িকার কাছ থেকে সুখবর শোনার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন অনুরাগীরা। এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অভিনেত্রীর এক পুরনো ভিডিও। যে সাক্ষাৎকারে পেশা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন অভিনেত্রী। আনুশকা বলেছিলেন, "বিয়ে আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমি বিয়ে করে সন্তান মানুষ করতে চাই। এমনকি বিয়ের পর কাজ করার ইচ্ছাও নেই। পরিবারকে পুরো সময়টা দিতে চাই।"

যদিও বিয়ের পর তেমনটা হয়নি। মেয়ে হওয়ার পরেও দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন অভিনেত্রী। সঙ্গে আবার রয়েছে তার প্রযোজনা সংস্থাও।

ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে অনেকেই মনে করছেন, দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পর হয়তো শুধুই সংসারে মন দেবেন নায়িকা। জানা গেছে, কোহলি-আনুশকা দম্পতি আগের বারের মতোই এই খুশির খবর ঘোষণা করবেন। তবে গতবারের মতোই একটু দেরিতে। তাই তার আগে গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইছেন দম্পতি। সম্প্রতি নিজের বাড়িতে গণেশ পুজার অনুষ্ঠানেও শাড়িতে কিংবা ঢিলেঢালা চুড়িদারেই দেখা যায় অভিনেত্রীকে। ক্যামেরা থেকে নিজের অন্তঃসত্ত্বা দশা আড়ালে রাখতেই কি পোশাক নির্বাচনে বাড়তি সর্তকতা আনুশকার?

৫ বছর পর শ্রীদেবীর মৃত্যু রহস্য নিয়ে মুখ খুললেন বনি কাপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এক সময়ের বলিউড হার্টথ্রব শ্রীদেবী নেই পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। ২০১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে পারিবারিক এক বিয়ের অনুষ্ঠানে হোটেলের বাথটব থেকে উদ্ধার হয় এ অভিনেত্রীর নিথর দেহ। এ ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হয় গোটা ভারত। আজও শ্রীদেবীর মৃত্যু রহস্য উন্মোচন হয়নি। এবার সেই ঘটনা নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুলেছেন তার স্বামী পরিচালক বনি কাপুর।

কারণ তখন শ্রীদেবীর মৃত্যুর পর অনেকেই আঙুল তুলেছেন অভিনেতা বনি কাপুরের দিকে। বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়াসহ নানা মাধ্যমে প্রশ্ন উঠেছে যে, শ্রীদেবীর মৃত্যু কি দুর্ঘটনা, স্বাভাবিক নাকি তাকে খুন করা হয়েছিল। আবার অনেকেই দাবি করেন, জাহ্নবী কাপুরকে নিয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার কারণে অনেকটা তাড়াতাড়ি করে বিয়ে করতে হয়েছিল শ্রীদেবী ও বনিকে। কিন্তু আসলেই কি তাই?

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, সম্প্রতি এ নিয়ে কথা বলেছেন বনি। তিনি বলেন, আমার দ্বিতীয় বিয়ে। শ্রীদেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শিরডির মন্দিরে। ১৯৯৬ সালে সেখানে বিয়ে করি। বিয়ের পর ১ রাত মন্দিরেও ছিলাম আমরা। শ্রীদেবীর প্রেগন্যান্সি স্পষ্ট হয় জানুয়ারি মাসে। তখন সামাজিক বিয়ে ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে সামাজিকাভাবে বিয়ে হয় আমাদের। অনেকেই মনে করেন- জাহ্নবী আমাদের বিয়ের আগেই এসেছে, এটা একদমই ভুল।

এছাড়া স্ত্রী শ্রীদেবীর আধ্যাত্মিকতার প্রতি যে টান রয়েছে, সে কথাও বলেন বলি তারকা বনি। তিনি বলেন, শ্রীদেবী হোব বা সুনিতা (ভাই অনিল কাপুরের স্ত্রী), আমি বা অনিল কিংবা আমার মেয়ে জাহ্নবী, আমরা সবাই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। শ্রীদেবী তার প্রতিটি জন্মদিনে তিরুপথি মন্দিরে হেঁটে পূজা দিতে যেতেন। আমি যখনই কোনো সমস্যায় পড়তাম, সে জুহু থেকে সিদ্ধি বিনায়ক পর্যন্ত খালি পায়ে হেঁটে যেতেন।

নিজের কর্মী-সমর্থকদের হামলার শিকার সেই অভিনেত্রী বহিষ্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী অর্চনা গৌতম। শোবিজ অঙ্গনে কাজ করার পাশাপাশি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তিনি। ২০২১ সাল থেকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সক্রিয় একজন সদস্য। ২৯ সেপ্টেম্বর হামলার শিকার হয়েছিলেন তিনি। নিজের দল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে নিজের কর্মী-সমর্থকদের হাতেই মারধরের শিকার হন তিনি। এবার জানা গেল, অসদাচরণ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অর্চনাকে দল থেকে বহিষ্কার করছে কংগ্রেস।

সম্প্রতি অর্চনা গৌতমকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের চিঠি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাকে দল থেকে বহিষ্কারের খবর নিশ্চিত করেছেন কংগ্রেসের উত্তরপ্রদেশের মুখপাত্র আংশু অবস্থি। দ্য ফ্রি প্রেস জার্নাল জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসের মুখপাত্র অংশু আবস্তি দলের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তার ভাষায়- 'অসদাচরণের অভিযোগে কংগ্রেস থেকে অর্চনাকে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।'

চলতি বছরের জুন মাসে অর্চনাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। যে চিঠিতে অর্চনাকে বহিষ্কারের ঘোষণা করা হয়, তা এখন জনসাধারণের সামনে এসেছে। অর্চনার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ একের পর এক জমা হওয়ার পর দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তা ছাড়াও বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে বেশ কিছু ভাড়া গাড়ি ব্যবহার করেন অর্চনা। কিন্তু এসব গাড়ির ভাড়া পরিশোধ না করায় তা নিয়েও অভিযোগ করেন গাড়ির মালিকেরা। পরে অর্চনাকে কারণ দর্শনোর নোটিশ দিয়ে ৭ দিন সময় দেওয়া হয়। কিন্তু অর্চনা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেননি।

এ নিয়ে অর্চনা বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এই বিষয়ে জানেন না। আমি তাদের কাছ থেকে একটি কল আশা করছি। দিদি (প্রিয়াঙ্কা গান্ধী) এখন আমার পক্ষে না দাঁড়ালে আমি ভেঙে পড়ব। আমি সবসময় তাদের সমর্থন করেছি। যদি তারা আমাকে না ডাকেন, আমি সত্যি শেষ হয়ে যাবো।'

অনলাইন বেটিং অ্যাপ কাণ্ডে ইডিতে হাজির হতে হবে রণবীরকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার অনলাইন বেটিং অ্যাপ কাণ্ডে ডাক পড়েছে রণবীর কাপুরের।। অভিনেতাকে ইডির পক্ষ থেকে তলব করা হয়েছে। রণবীরকে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের তদন্ত শাখা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) সামনে একটি গেমিং অ্যাপের সঙ্গে জড়িত মামলায় হাজির হতে হবে। তবে হবে তা জানায়নি ইডি। তদন্ত সংস্থা অভিযোগ তুলেছে, বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা অ্যাপটি হল একটি আমব্রেলা সিন্ডিকেট যা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থ পাচার করে। সম্প্রতি কলকাতা, ভোপাল ও মুম্বাইয়ে ওই সংস্থার দফতরে তল্লাশি অভিযান চালান ইডি কর্মকর্তারা। তার মধ্যে সংস্থার কলকাতার দফতর থেকে নগদ ৪১৭ কোটি রুপির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তদন্ত সংস্থার তদন্তে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির প্রোমোটাররা ছত্তিশগড়ের ভিলাইয়ের এবং গেমিং অ্যাপটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের কেন্দ্রীয় প্রধান কার্যালয় থেকে চালানো হয়। শ্রীলঙ্কা, নেপালেও অ্যাপটির কল সেন্টার রয়েছে। নতুন ব্যবহারকারী এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি (প্যানেল) প্রার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপনের জন্য ভারতে নগদ বিপুল ব্যয়ও করা হচ্ছে।

উপমহাদেশের

দলগুলো ভালো করবে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রত্যেক ক্রিকেটারই মনে করেন, তাঁর ক্যারিয়ারে বিশ্বকাপ খেলা গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। কিন্তু বিশ্বকাপে একবার খেলা এক ব্যাপার, সেখানে অংশ নেওয়া এক ব্যাপার। আর বিশ্বকাপ জেতা ভিন্ন ব্যাপার। এখানে প্রত্যেকেই জয় পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে। এখানে সবাইকে প্রচণ্ড চাপের মুখে থাকতে হয় এবং এসব চাপ সামলেই এগিয়ে যেতে হবে। এটা সব ক্রিকেটারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা এমন না যে, শুধু দলের দু-একজন ক্রিকেটারকেই সব সামলাতে হবে। মনে রাখতে হবে, ক্রিকেট দলীয় খেলা, এখানে নির্দিষ্ট করে দু-একজনের ওপর প্রত্যাশার সবটুকু চাপ দেওয়া ঠিক হবে না। এখন আপনি যদি কোনো একজন ক্রিকেটারকে তুলনা করেন এবং বলতে থাকেন, তারা তো সব কিছু করছে, তুমি কী করেছ? তাহলে কিন্তু গোটা দলই চাপে পড়ে যাবে এবং ম্যাচ হারতে থাকবে। দলের সবার কাছে প্রত্যাশা থাকতে হবে। এনডিটিভি অবলম্বনে

এবারের আসরে উপমহাদেশের দলগুলোই ফেভারিট। কারণ অবশ্যই কন্ডিশন। আগের দুটি বিশ্বকাপে যা তারা পায়নি। সে কারণেই কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। আমাদের এখানকার কন্ডিশনে কিন্তু ইংল্যান্ড কিংবা অস্ট্রেলিয়া সেই সুবিধা পাবে না, যা তারা আগের আসরগুলোতে পেয়েছিল। এই কন্ডিশনে এশিয়ার দলগুলো সাবেক দুই চ্যাম্পিয়নদের থেকে অবশ্যই এগিয়ে থাকবে। মনে রাখতে হবে বিশ্বকাপ হচ্ছে ভারতে; ইংল্যান্ড কিংবা নিউজিল্যান্ডে নয়। শেষবার ইংল্যান্ড তাদের মাটিতে বিশ্বকাপ জিতেছিল। কিন্তু এখন তারা নিউজিল্যান্ডের কাছে টি২০ হেরেছে। এবারের আসরে ভারত এবং পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ভালো সম্ভাবনা আছে। শ্রীলঙ্কাও ভালো খেলছে এবং বাংলাদেশও ভালো করছে। সে কারণেই এশিয়ান দলগুলোর আমি ভালো সম্ভাবনা দেখছি। এটা ঠিক, বর্তমানে ফ্র্যাঞ্চাইজি যুগে আইপিএলে নিয়মিত খেলছেন অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। তবে এটাও মানতে হবে, তারা টি২০ ফরম্যাটে খেলছেন। বিশ্বকাপ কিন্তু ৫০ ওভারের। ফরম্যাটের ভিন্নতার সঙ্গে কৌশলও বদলায়।

প্রতিটি দলের শক্তি ও দুর্বলতার জায়গা রয়েছে। তবে বিশ্বকাপ এমন একটা আসর, যেখানে আগে থেকে কাউকে চ্যাম্পিয়ন বলে দেওয়া যায় না। যখন নকআউট পর্বে এসে ব্যাপারটি বেশ কঠিন হয়ে যায়। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি দলই ভালো। কেননা অনেক বাছাই পেরিয়েই তারা এই আসরে জায়গা করে নেয়। প্রতিটি দলই শুরু থেকে নিজেদের জায়গা পোক্ত করতে চাইবে। তবে ভারতের কথা যদি বলি, তাহলে বলতেই হবে ভারতের সুযোগ বেশি। কেননা তারা নিজেদের মাঠে বিশ্বকাপ খেলতে নামবে।

এখন তো অনেক টি২০ খেলা হয়। জানি না ভবিষ্যতে কী হবে, তবে এটা মানতেই হবে, ক্রিকেটে একঘেয়েমি এসে যাবে যদি ওডিআই না থাকে। আসলে এটা নির্ভর করে আইসিসির ওপর। তারাই ঠিক করবে ওডিআই নিয়ে সামনে তারা কী করবে। উপমহাদেশে খেলা বলেই স্পিনাররা ভালো করার জন্য মুখিয়ে থাকবেন। তবে আমার মনে হয়, একাদশে বৈচিত্র্য আনার জন্য কোনো দলের তিনজন স্পিনার খেলানো ঠিক হবে না। যে দলগুলোতে স্পিন অলরাউন্ডার বেশি, তাদের হয়তো বাড়তি সুবিধা থাকবে। সে ক্ষেত্রে ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হাতে কিন্তু এই অপশনটা ভালোভাবেই রয়েছে।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেরা বোলার ম্যাকগ্রাথ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া ১২টি আসরে রেকর্ডে বইয়ে জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্বের বহু তারকা বোলার। তাদের মধ্যে উইকেট সংগ্রহের দিক থেকে সবার উপরে রয়েছেন রকজন অস্ট্রেলিয়ান তারকা পেসার। তার পুরো নাম গ্লেন ডোনাল্ড ম্যাকগ্রাথ। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তীদের একজন। ১৯৯০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ক্রিকেট বিশ্বে ক্যাঙ্গারুদের হয়ে ২২ গজ মাতিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে তিনি সর্বমোট ৯৪৯টি উইকেট শিকার করেন।

১৯৯৬ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৪টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেন ডান-হাতি এই পেসার। আর এই ৪টি বিশ্বকাপেই ফাইনালে যায় অস্ট্রেলিয়া। শুধু ১৯৯৬ বিশ্বকাপ ছাড়া এরপরের তিনবার জিতে হ্যাটট্রিক শিরোপা ঘরে তোলে অস্ট্রেলিয়া। আর তিনবারই শিরোপা ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন পূরণ হয় ম্যাকগ্রাথের।

বিশ্বকাপে ৩৯টি ম্যাচে ১৮.১৯ গড়ে ৭১টি উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন, যা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে তাকে রেখেছে উইকেট শিকারীর শীর্ষে। ২০০৩ বিশ্বকাপে নামিবিয়ার বিপক্ষে ১৫ রানে ৭ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের সেরা বোলিং করেন।

বিশ্বকাপ: নজর থাকবে ৫ অলরাউন্ডারের দিকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গতবারের দুই ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে ২০২৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ। এর মাধ্যমে লম্বা সময় পর আয়োজক দেশের ম্যাচ ছাড়াই বিশ্বকাপ আসর শুরু হবে। ভারত সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে বিশ্বকাপের রঙ্গমঞ্চে। ৫০ ওভারের এ আসরে অংশ নিচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বের সেরা ১০ দল। প্রতিটি দলই স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নামছে। কারও স্বপ্ন শিরোপা, কারও সেমিফাইনাল, কোনো দল আবার আগের চেয়ে বেশি জয় পেলেই যেন মহাখুশি!

বৈশ্বিক যেকোনো আসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অলরাউন্ডাররা। ব্যাট ও বলে দক্ষতা প্রদর্শনে তাদের মূল্যায়নও বেশি। একনজরে দেখে নেওয়া যাক, ভারতে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরে আলোচনায় থাকা ৫ অলরাউন্ডারকে।

সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ) : আইসিসি অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এই মুহূর্তে শীর্ষস্থানে আছেন সাকিব আল হাসান। উপমহাদেশীয় কন্ডিশনে সবসময় ভালো পারফর্ম করে থাকেন তিনি। ওয়ানডেতে সাকিবের সাম্প্রতিক ব্যাটিং গড় ৩৭ দশমিক ৪৮। এ ছাড়া ২৯ দশমিক ৩২ বোলিং গড়ও বেশ আকর্ষণীয়। ওয়ানডেতে এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৩৮৪ রান সংগ্রহ করা সাকিব নিজের ঝুলিতে পুরেছেন ৩০৮টি উইকেট।

বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড) : বেন স্টোকস সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারদের একজন। ২০১৯ সালে একক প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ডকে শিরোপা জিতিয়েছিলেন তিনি। সৌভাগ্যবশত অবসর কাটিয়ে ফের দেশের হয়ে বিশ্বকাপে খেলছেনও। সাধারণত সংকটময় মুহূর্তে সেরা ক্রিকেট খেলেন বেন স্টোকস। ইংল্যান্ডের টপ-অর্ডার যে মানের তাতে মিডল-অর্ডারে বাড়তি শক্তি যোগ করবেন স্টোকস।

হার্দিক পান্ডিয়া (ভারত) : বিশ্ব ক্রিকেটে আগ্রাসী ব্যাটারদের একজন তিনি। ব্যাটের সঙ্গে বল হাতেও বেশ দক্ষ তিনি। ওয়ানডেতে তার ব্যাটিং গড় ৩৩ দশমিক ৮১। আর স্ট্রাইক রেট ১১০ দশমিক ২২। বল হাতে ৩৬ দশমিক ৪ গড়ে এ পর্যন্ত ৭৯টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন হার্দিক। সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপেও চমৎকার পারফর্ম করেছেন তিনি। আইসিসি ওয়ানডে অলরাউন্ডারের র‍্যাঙ্কিংয়েও একধাপ এগিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছেন হার্দিক।

মার্কাস স্টয়নিস (অস্ট্রেলিয়া) : বিধ্বংসী ব্যাটার স্টয়নিস বেশ সাবধানতার সঙ্গে খেলে থাকেন। সহজেই উইকেট বিলিয়ে দেন না তিনি। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে তার অবদান কোনোভাবেই খাট করে দেখা যাবে না। সদ্য সমাপ্ত আফ্রিকা সফরেও বেশ ভালো বল করেছেন তিনি। দলের প্রয়োজনে নতুন বলেও সমান দক্ষতা দেখাতে পারেন স্টয়নিস।

মার্কো জনসেন (দক্ষিণ আফ্রিকা) : দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের একজন উদীয়মান তারকা তিনি। সম্প্রতি ব্যাট হাতে দারুণ পরিপক্বতার প্রমাণ দিচ্ছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে নিজের ব্যাটিং পারদর্শিতার প্রমাণও দিয়েছেন। সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে ৪৭ রানের পাশাপাশি ডেথ ওভারে অজিদের ৫ উইকেট শিকার করেছেন তিনি। টপ-অর্ডারের ব্যর্থতার দিনে তিনিই অন্যতম আস্থা হয়ে ওঠে প্রোটিয়াদের।

ভারত-পাকিস্তান মহারণ নিয়ে

রোমাঞ্চিত কামিন্সও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গতবারের দুই ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ দিয়েই শুরু হচ্ছে ২০২৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ। ৫০ ওভারের এ আসরে অংশ নিচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বের সেরা ১০ দল। তবে আলোচনার কেন্দ্রে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান লড়াই! বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন 'ক্যাপ্টেনস ডে'র অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল ভারত-পাকিস্তান মহারণ।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে উপস্থাপক রবি শাস্ত্রী অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের কাছে নিরপেক্ষ দর্শক হিসেবে দুই দলের লড়াই নিয়ে জানতে চান। বেশ মনখোলা উত্তরই দিয়েছেন কামিন্স। কামিন্সের কাছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানে অন্য রকম মুহূর্তের সাক্ষী হওয়া, 'আমার মনে হয় না, এমন খুব বেশি টুর্নামেন্ট আছে, যেখানে অর্ধেক বিশ্ব খেলা দেখার অপেক্ষায় থাকে। আর তা যদি হয় বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, তাহলে তো কথাই নেই। এটা মনে হয় সেই মুহূর্ত, যেটা খুব কমই আসে জীবনে। আপনি নিজে যদি এই খেলার সঙ্গে যুক্ত নাও থাকেন, তবু আপনার মনে হবে খেলাটা দেখি, ধারাভাষ্য শুনি এবং খেলাটাকে ঘিরে অন্য রকম একটা আবেগ তৈরি হয়।'

এ সময় শাস্ত্রী কামিন্সকে গত দু'টি ভারত-পাকিস্তান মহারণে গ্যালারিতে দর্শকের গগনবিদারী কলরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়কের চাওয়া, এই বিশ্বকাপের ম্যাচটিও যেন তেমনই হয়। এক লাখের ওপরে দর্শক হওয়ার আশা কামিন্সের। আগামী ১৪ অক্টোবর দুই দলের ম্যাচটি হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতা এক লাখ ৩২ হাজার।

বিশ্বকাপ ধামাকা

ভারতের কাছে হার অস্ট্রেলিয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোহলি-রাহুল বীরত্বে জয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জয় পেয়েছে দলটি। রবিবার (৮ অক্টোবর) চেন্নাইয়ের এম চিদাম্বারাম স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাটিং করতে নেমে ৪৯ ওভার ৩ বলে ১৯৯ রান তুলে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রানের খাতা খোলার আগে সাজঘরে ফিরে যান তিন ব্যাটার। মাত্র ২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে তাই চাপে পড়ে ভারত।

২০০ রানের লক্ষ্যটা তখন হয়ে দাঁড়ায় পাহাড়সম। সব ছাপিয়ে মাস্টারক্লাস ইনিংস উপহার দিলেন বিরাট কোহলি। রান তাড়ায় কেন তিনি সেরাদের সেরা এর প্রমাণ দিলেন আবারও। অপর প্রান্তে তাকে দারুণ সঙ্গ দেন লোকেশ। এই জুটির বীরত্বে অস্ট্রেলিয়াকে ৬ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করে স্বাগতিক ভারত।

ভারতের মাটিতে

পাকিস্তানের সমর্থকদের নিয়ে উদ্বিগ্ন বাবর আজম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হলেই তা আলাদা উত্তেজনা তৈরি করে সমর্থকদের মধ্যে। দু'দেশের সমর্থকেরাই গ্যালারিতে পাল্লা দিতে থাকেন একে অপরের সঙ্গে। ২০১৯-এর ম্যানেচেস্টার, ২০২২-এর মেলবোর্ন সেই দৃশ্যের সাক্ষী। কিন্তু ১৪ অক্টোবর ভারতের আহমেদাবাদে সেই দৃশ্য দেখা যাবে কি? ভারতে সেই ম্যাচের টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি হলেও পাকিস্তানের বহু সমর্থক এখনও ভারতে প্রবেশের ভিসাই পাননি। বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন তাই পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের আশা, পাকিস্তানের সমর্থকেরা যেন খেলা দেখতে আসার অনুমতি পান।

ভারতে খেলা দেখতে আসার জন্যে পাকিস্তানের অনেক সমর্থক ভিসার আবেদন করেছেন। অনেক সাংবাদিকও রয়েছেন সেই তালিকায়। কিন্তু সমর্থকেরা তো বটেই, অনেক সাংবাদিকও ভিসা পাননি। ফলে বিশ্বকাপের আগের দিনেও থেকে গিয়েছে অনিশ্চয়তা। আহমেদাবাদে শুধু ভারতের সমর্থকদেরই দাপট থাকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

এ নিয়ে বুধবার বাবর আজম বলেছেন, "সত্যি বলতে, আমাদেরও কানে কথাটা এসেছে। হায়দরাবাদে এসে নেমে বিমানবন্দর থেকে হোটেল পর্যন্ত যে আতিথেয়তা পেয়েছি তা অসাধারণ। আগের দিন মাঠেও প্রচুর ক্রিকেটপ্রেমীকে দেখেছি। খুব ভাল হয় যদি আমাদের দেশের সমর্থকেরাও এখানে আসতে পারেন। প্রতিটা ম্যাচে প্রতিটা মাঠে সমর্থন পেলে আমরা আরও আত্মবিশ্বাসী হতে পারব। দেখা যাক কী হয়।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR